দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 FEB 1987
পৃষ্ঠা 3 কলাম 1

আন্তর্জাতিক

কুরআন সংকলনের ইতিহাস

10 FEB 19

পবিত্র কুরআন সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণের ৩টি পৃথক পর্যায় ছিল। প্রথম পর্যায় হলো রাসূল (সাঃ)-এর ২৩ বছরের জীবনকাল। রাসূল (সাঃ) লোকজনকে তাঁর পাশে জড়ো করে তাদের কাছে কুরআনের আয়াতসমূহ পড়ে যেতেন। তাঁরা (সাহাবী) সেগুলো লিখে রাখতেন ও পর্যায়ক্রমে সাজাতেন। দ্বিতীয় পর্যায় হলো ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর সময়। তিনি তাঁর উত্তরসুরি ওমর বিন খাত্তাব-এর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

স্থানান্তর

ওমর বিন খাত্তাব হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের এক বছর পর সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধের পর কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করে পুনরায় লিপিবদ্ধ করার পরামর্শ দেন। কারণ, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু কুরআনে হাফেজ নিহত হন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) সাহাবী জায়িদ বিন ছাবেত (রাঃ)-কে কুরআনের আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে সেগুলো রাসূল (সাঃ)-এর সময় যেভাবে ছিল সেভাবে বিন্যস্ত করার আহবান জানান।

ডঃ আবদুল লতিফ কানু

কুরআন হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ঘরে রাখা হয়েছিল এবং পরে হযরত ওমর বিন খাত্তাবের ঘরে রাখা হয়। ওমর বিন খাত্তাবের ইন্তেকালের পর আল কুরআন তাঁর কন্যা ও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পত্নী হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ)-এর ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়।

পাণ্ডুলিপি

আল কুরআন লিপিবদ্ধকরণের তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান বিন আফফান (রাঃ)-এর সময়। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর ৪ জন অনুসারীকে কুরআনের আয়াতসমূহ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার কথা বলেন। এ লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সংগ্রহকে কাজে লাগানোর কথা বলা হয়।

কিছু লোক মনে করেন যে, হযরত ওসমান বিন আফফান (রাঃ) কুরআনের পাণ্ডুলিপিসমূহ লিখেন, যেগুলো ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি জায়িদ বিন ছাবেত কর্তৃক কুরআন লিপিবদ্ধ করার কাজ তদারক করেন। হযরত ছাবেত রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষে অমুসলিম নেতাদের কাছে পত্র লিখতেন। কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিগুলো মদীনা হস্তাক্ষরে লিখা হয়, যা ছিল মক্কা হস্তাক্ষরের চাইতে কিছুটা উন্নত। অমুসলিম নেতাদের কাছে রাসূল (সাঃ)-এর লিখা পত্রেও মদীনা হস্তাক্ষর ব্যবহৃত হত। এ ধরনের কিছু পত্র আজো যাদুঘরে দেখতে পাওয়া যায়। এসব চিঠির মধ্যে একটি বাহরাইনের তৎকালীন শাসক আল মুনজার বিন সাবি'র কাছে লিখা। এ চিঠিতে তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছিল।

ওসমান বিন আফফানের সময়ে লিখা কুরআনের পাণ্ডুলিপিগুলো ছিল খুবই সাদাসিদে ও অনাড়ম্বরপূর্ণ এবং আধুনিক নমুনার চাইতে খুবই পার্থক্যপূর্ণ। আগেকার পাণ্ডুলিপিগুলোতে হরকত অর্থাৎ জের, জবর, পেশ প্রভৃতির এবং নোক্তা কিংবা বিরাম চিহ্নেরও কোন ব্যবহার ছিল না। বর্তমানে মক্কী এবং মাদানী পাণ্ডুলিপির পরিবর্তে কুফি হস্তাক্ষর ব্যবহার করা হয়।

কুরআনের আগেকার পাণ্ডুলিপিগুলোর কয়েকটি আজো টিকে আছে। আর অধিকাংশই তাতারীরা বাগদাদে প্রবেশ করে বাগদাদের বৃহৎ গ্রন্থাগার ধ্বংস করে দিলে নষ্ট হয়ে যায় এবং কিছু নষ্ট হয়ে যায় তখন, যখন মুসলমানরা স্পেনের উপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আগেকার পাণ্ডুলিপির অনেকগুলো স্পেন থেকে মরক্কোতে নিয়ে যাবারকালে ভূ-মধ্য সাগরে ডুবে যায়।

কিন্তু এত দুর্যোগ সত্বেও মুসলমানরা কিছু পুরাতন ও বিরল সুন্দর পাণ্ডুলিপি, বিশেষতঃ বাহরাইনের কুরআন ঘরের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ কপিগুলো হিজরী প্রথম শতকের।

ভাষান্তর
—মোঃ একরামুল্লাহিল কাফি

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 FEB 1987
পৃষ্ঠা 3 কলাম 1

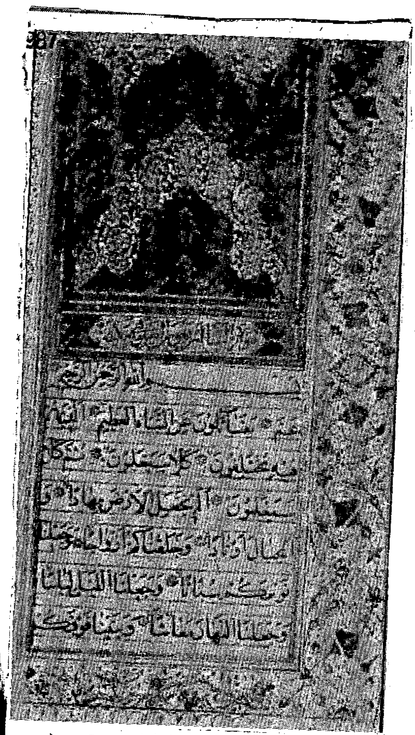

পবিত্র কুরআনের সংরক্ষিত বিরল পাণ্ডুলিপি